এইতথ্য বিবরনীর মুল উদ্দেশ্য হল, আপনি যখন এসাইলাম বা আশ্রয়প্রার্থনা করেন তখন এর অর্থ কি দ্বারায় এবং আইনে রিফিউজি বা আশ্রয়প্রার্থীর সংজ্ঞা কি সেটা ব্যখ্যা করা।

Refugee Legal Support

BANGLA

এসাইলাম বা আশ্রয়প্রার্থনা বলতে আসলে কি বুঝায়?

এসাইলাম বা আশ্রয়প্রার্থনা

যখনআপনি এসাইলামবা আশ্রয়প্রার্থনা করছেনঃ

- আপনিনিরাপত্তা চাচ্ছেন
- আপনিবলছেন যে আপনার দেশ আপনার জন্য নিরাপদ নয়, তাই আপনি ফিরতে পারবেন না।
- আপনিচাইছেন আপনাকে যেন সেই দেশে বসবাসের অধিকার দেয়া হয় যেখানে এসাইলাম বা আশ্রয়প্রার্থনা করছেন, কারন আপনারদেশেফেরা আপনার জন্য নিরাপদ নয়।

দাবিত্যাগঃ এটিসাধারণ তথ্যপ্রদানের জন্যএবং আইনিপরামর্শ নয়।অন্যান্য আইনএবং কার্যপদ্ধতি আপনারজন্য প্রযোজ্যহতে পারেতাই স্বতন্ত্রআইনি পরামর্শগ্রহন করাআবশ্যক।

Version 01 - 2025

আইন অনুযায়ী রিফিউজি বা আশ্রয়প্রার্থী কে বা কারা?

আইনগত সংজ্ঞা অনুযায়ী রিফিউজি বা আশ্রয়প্রার্থী কে বা কারা

মানুষ অনেক কারনেই দেশ ত্যাগ করে থাকে, কিন্তু কিছু কারন আছে শুধু সেগুলোই আইন অনুযায়ী রিফিউজি বা আশ্রয়প্রার্থীসংজ্ঞার মধ্যে পরে।

Ø আইন টি হল রিফিউজি কনভেনশন ১৯৫১, এটিকে জেনেভা কনভেনশন নামেও ডাকা হয়।

Ø কোন ব্যক্তি রিফিউজি কিনা সেটা নির্নয় করতে রাস্ট্র গুলো এই আইন ব্যবহার করে থাকে

এই আইনে স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা ১৪৬ , এর অর্থ হল রিজিউজির সংগা এই সবগুলো দেশে একই- কানাডা, গ্রীস,ইউকে, ফ্রান্স, জার্মানী যেই দেশেই দাবী করেন না কেন।

এসাইলাম প্রক্রিয়া - আপনার করতৃপক্ষের সাথে ইন্টারভিউ/ সাক্ষাৎকার - এভাবে সাজানো হয়েছে যেন বোঝা যায় আপনার গল্প আইনের এই সংজ্ঞার মধ্যে পরে কিনা।

দাবিত্যাগঃ এটিসাধারণ তথ্যপ্রদানের জন্যএবং আইনিপরামর্শ নয়।অন্যান্য আইনএবং কার্যপদ্ধতি আপনারজন্য প্রযোজ্যহতে পারেতাই স্বতন্ত্রআইনি পরামর্শগ্রহন করাআবশ্যক।

আইন অনুযায়ী , আপনার রিফিউজি এবং রিফিউজ স্ট্যাটাস পাওয়া উচিত, যদি:

১ আপনার নিপীড়নের ভয়ের একটি গ্রহনযোগ্য কারণ রয়েছে

২ নিপীড়ন এর ভয়ের কারনগুলো হল আপনার বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা, রাজনৈতিক মতামত, নির্দিষ্ট কোন সামাজিক সংগঠন (সম্মেলনের কারণসমূহ)

৩ আপনার দেশের কর্তৃপক্ষ / শাসকগোষ্ঠী আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না অথবা করবে না

৪ আপনার দেশের কোথাও আপনি সুরক্ষিত না - কোন নিরাপদ অঞ্চল নেই যেখানে আপনি যেতে পারেন

উল্লেখিত প্রত্যেকটি পয়েন্ট নিচে বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ষ্যা করা হবে

দাবিত্যাগঃ এটিসাধারণ তথ্যপ্রদানের জন্যএবং আইনিপরামর্শ নয়।অন্যান্য আইনএবং কার্যপদ্ধতি আপনারজন্য প্রযোজ্যহতে পারেতাই স্বতন্ত্রআইনি পরামর্শগ্রহন করাআবশ্যক।

১

আপনার নিপীড়নের ভয়ের একটি গ্রহনযোগ্য কারণ রয়েছে

ভয়ের যথেষ্ট/গ্রহন যোগ্য কারন

এর অর্থ হচ্ছে আপনি সত্যিই ভয় পাচ্ছেন এবং আপনি এমন কিছুকে ভয় পাচ্ছেন যেটা সত্যিই হতে পারে - এটি কোন প্রকার অযৌক্তিক বা অযথা ভয় নয় ।

নিপীড়ন

এটি বোঝায় যে যদি আপনি নিজ দেশে ফিরে যান, তাহলে আপনার মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে বা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিপীড়ন মানে শুধুমাত্র কাউকে হত্যার চেষ্টা করা নয়, এটি এমনকি শারীরিক কিছু নাও হতে পারে, তবে এটি অবশ্যই গুরুতর হতে হবে। এটি ব্যক্তির অবস্থা, স্বাস্থ্য বা দুর্বলতার উপর নির্ভর করে—যেমন, একটি শিশুর জন্য যা নিপীড়ন হিসেবে গণ্য হবে, তা একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কের জন্য একই নাও হতে পারে।

আপনার নিজ দেশে বৈষম্য বা কষ্ট সাধারণত যথেষ্ট নয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে, যদি এটি অত্যন্ত গুরুতর হয়, তাহলে তা নিপীড়নের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে।

দাবিত্যাগঃ এটিসাধারণ তথ্যপ্রদানের জন্যএবং আইনিপরামর্শ নয়।অন্যান্য আইনএবং কার্যপদ্ধতি আপনারজন্য প্রযোজ্যহতে পারেতাই স্বতন্ত্রআইনি পরামর্শগ্রহন করাআবশ্যক।

১

আপনার নিপীড়নের ভয়ের একটি গ্রহনযোগ্য কারণ রয়েছে

গুরুত্বপূর্ণ হল আপনি ভবিষ্যতে নিপীড়নের শিকার হতে পারেন:

- মানুষ অনেক সময় মনে করে রিফিউজি/ আশ্রয়প্রার্থী হতে হলে তাদের প্রমান দেখাতে হবে যে ইতিমধ্যেই তারা নিপীড়ন এর শিকার হয়েছে। আইন অনুযায়ী এটা প্রয়োজনীয় নয়।

- আপনি যদি বিপদের সম্মুখীন হওয়ার পুর্বেই দেশ ত্যাগ করে থাকেন সে ক্ষেত্রেও আপনার পক্ষে ইতিবাচক ফলাফল এবং শরনার্থী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

- আপনি যদি আপনার দেশে ইতিমধ্যে নিপীড়ন এর শিকার হয়ে থাকেন তবে এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপুর্ন কারন এটি ইঙ্গিত করতে পারে যে ভবিষ্যতে আবার একই ঘটনা ঘটতে পারে।

- কিন্তু আপনি পুর্বেও নিপীড়নের স্বীকার হয়েছেন এবং কর্তৃপক্ষ আপনার এই কথা বিশ্বাস করেছেন এর অর্থ এই নয় যে আপনার পক্ষে ইতিবাচক ফলাফল আসবে এবং আপনাকে শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে।

প্রশ্ন হল আপনি ভবিষ্যতে যদি দেশে ফিরে যান তবে নিপীড়নের শিকার হবেন কিনা।

আপনাকে অবশ্যই ব্যখ্যা করতে হবে যে আপনি যদি নিজের দেশে ফিরে যান তবে কি কারনে ঝুকি রয়েছে। পুর্বে আপনার ঝুকি ছিল অথবা ভুগেছেন তা যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যতে যদি আপনার কোন ঝুকি না থাকে তবে আপনার পক্ষে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আসবে না।

দাবিত্যাগঃ এটিসাধারণ তথ্যপ্রদানের জন্যএবং আইনিপরামর্শ নয়।অন্যান্য আইনএবং কার্যপদ্ধতি আপনারজন্য প্রযোজ্যহতে পারেতাই স্বতন্ত্রআইনি পরামর্শগ্রহন করাআবশ্যক।

১

আপনার নিপীড়নের ভয়ের একটি গ্রহনযোগ্য কারণ রয়েছে

কার দ্বারা নিপীড়নের ভয় আপনি পাচ্ছেন?

- -হতে পারে আপনি ভয় পাচ্ছেন আপনার দেশের কর্তৃপক্ষকে-যারা ক্ষমতায় রয়েছে, শাসকগোষ্ঠী, পুলিশ, আর্মি ইত্যাদি
- -আপনি এমন মানুষকেও ভয় পেতে পারেন যারা কর্তৃপক্ষের কেউ নয় – উদাহরণস্বরূপ ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দল, পারিবারিক সদস্য অথবা আপনার সমাজ।

দেশ ত্যাগের পরেও নিপীড়নের ভয় হতে পারে

- -এমনও হতে পারে যে যখন আপনি দেশ ত্যাগ করেছেন তখন আপনার নিপীড়নের ভয় ছিলনা, কিন্তু আপনার দেশ ত্যাগের পর থেকে পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়েছে এবং দেশে ফেরা আপনার জন্য ভয়ংকর হতে পারে।
- -আপনার দেশের পরিস্থিতি পরিবর্তনের কারনেওএমন হতে পারে।
- -এমনটি এই কারনেও হতে পারে যে দেশ ছাড়ার পর থেকে আপনি এমন কিছু করেছেন যে কারনে আপনার ঝুকি রয়েছে।

দাবিত্যাগঃ এটিসাধারণ তথ্যপ্রদানের জন্যএবং আইনিপরামর্শ নয়।অন্যান্য আইনএবং কার্যপদ্ধতি আপনারজন্য প্রযোজ্যহতে পারেতাই স্বতন্ত্রআইনি পরামর্শগ্রহন করাআবশ্যক।

২ নিপীড়নের ভয়ের কারন সমুহ ("সম্মেলনের কারন সমুহ")

শরনার্থী হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে আপনার নিপীড়নের ভয়ের এক বা একাধিক কারন অবশ্যই এগুলো হতে হবে। এগুলোকে "সম্মেলনের কারন" বলা হয় কারন এগুলো আইনে বর্নিত রয়েছে। রিফিউজি কনভেনশনঃ

ক) আপনার **জাতিঃ** জাতিগত, বর্ণ, গোত্র ইত্যাদি।

খ) আপনার **ধর্মঃ** এর মধ্যে কোন ধর্ম না থাকা (নাস্তিকতা); আপনার পুর্ব ধর্ম ত্যাগ করা (ধর্ম ত্যাগ); অথবা ধর্মান্তরিত হওয়া (ধর্ম পরিবর্তন।) অন্তর্ভূক্ত।

গ) আপনার **জাতীয়তাঃ** নাগরিকত্ব, অথবা আপনার ভাষাগত/সংস্কৃতিগত কারনে এমনকি সেটির যদি আইনস্বীকৃতি নাও থাকে। যদি আপনার কোন দেশের নাগরিকত্ব না থেকে থাকে তবে সেটিও উল্লেখযোগ্য, এটিকে রাষ্ট্রহীন বলা হয়।

ঘ) আপনার **রাজনৈতিক মতামতঃ** এটির জন্য সাংগঠনিক ভাবে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থাকা গুরত্বপুর্ন নয় বরং হতে হবে কর্তৃপক্ষের/শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

ঙ) কোন **সামাজিক সংগঠনে আপনার সদস্যপদঃ** এর অর্থ হল আপনি ইতিমধ্যে হচ্ছেন অথবা ভবিষ্যতে আপনার দেশে অস্বাভাবিক আচরণের স্বীকার হবেন কারন আপনার পরিচয়ে এমন কিছু আছে যা কখনো পরিবর্তন হবেনা (উদাহরনস্বরুপ যৌনতা বা যৌন আবেদন)

- আশ্রয়প্রার্থী বা রিফিউজি স্ট্যাটাস স্বীকৃতি পেতে হলে আপনার নিপিড়নের কারন উপরের যে কোন একটির সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

- হয়তো আপনি ঝুকিতে আছেন কারন উপরের যে কোন একটি বিষয়ে আপনাকে ধরে নেয়া হচ্ছে - উদাহরনস্বরুপ লোকে ভাবছে আপনি সমকামী/ গে কিন্তু আপনি তা নয়,অথবা শাসকগোষ্ঠী ভাবছে আপনি তাদের বিরুদ্ধে কিন্ত আপনি তা নয়। পরিস্থিতি এমন হলেও হবে, গুরুত্বপূর্ণ হল আপনি উপরের যে কোন একটি কারনে ঝুকিতে আছেন।

- অনেক ক্ষেত্রে একই সময়ে উপরের একাধিক কারন ঘটতে পারে।

যে দেশে আপনি এসাইলাম বা আশ্রয়প্রার্থনা করছেন, আপনাকেনিরাপত্তা দেয়া সেই দেশের দায়িত্ব নয় যদি আপনার নিপীড়নের ভয় উপরে উল্লেখিত ৫টি কারন থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে ।

দাবিত্যাগঃ এটিসাধারণ তথ্যপ্রদানের জন্যএবং আইনিপরামর্শ নয়।অন্যান্য আইনএবং কার্যপদ্ধতি আপনারজন্য প্রযোজ্যহতে পারেতাই স্বতন্ত্রআইনি পরামর্শগ্রহন করাআবশ্যক।

সাবসিডিয়ারি প্রটেকশন বা সহায়ক সুরক্ষা

আপনি যদি ইউরোপের কোন দেশে আসাইলাম দাবি করে থাকেন কিন্তু উপরের পাচটি ক্ষতির ভয়ের " সম্মেলনের কারন সমুহ" আপনার সাথে সম্পর্কিত নয় তবে ভিন্ন একটি স্ট্যাটাস আপনি পেতে পারেন যাকে বলা হয় "সাবসিডিয়ারি প্রটেকশন বা সহায়ক সুরক্ষা"

- আশ্রয়প্রার্থী স্টাটাস এবং সাবসিডিয়ারি প্রটেকশন উভয়কে বলা হয় "প্রটেকশন স্ট্যাটাস”। আপনকে এটি প্রদান করা হলে আপনি সেই দেশে থাকতে পারবেন যেখানে আপনি আসাইলাম প্রদান করা হয়েছে কারন হল এটা বোঝা গেছে যে আপনার জন্য আপনার দেশে ফেরা নিরাপদ নয়।

- আপনি যখন এটা দাবি করবেন তখন আপনি ব্যখ্যা করতে পারেন যে কেন দেশে ফেরা আপনার জন্যনিরাপদ নয় কিন্তু আপনি রিফিউজি স্টাটাস এবং সাবসিডিয়ারি প্রটেকশন এর মধ্যে কোন একটি বাছাইকরতে পারবেন না।

- কাউকে সাবসিডিয়ারি প্রটেকশন দেওয়া হবে কিনা সেটি নির্ধারন করা হয় ভিন্ন আইন দ্বারা (ডিরেক্টিভ ২০১/ ৯৫/ইইউ), কিন্তু আপনার উভয় স্টাটাসের জন্য ভিন্ন দরখাস্তের প্রয়োজন নেই.। আপনাকে দুই স্টাটাসের জন্যই বিবেচিত করা হবে।

- বেশির ভাগ দেশে সাবসিডিয়ারি প্রটেকশন এর প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা রিফিউজি বা শরনার্থী স্ট্যাটাস এর থেকে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা থেকে কম।

সাবসিডিয়ারি প্রটেকশন সুবিধা প্রাপ্ত হতে হলে আপনার বাস্তবিক অর্থের ঝুকি থাকতে হবে যা থেকে আপনার ব্যাপক ক্ষতির আশংকা রয়েছে। ব্যাপক ক্ষতির উদাহরন গুলোর মধ্যে রয়েছে: মৃত্যুদণ্ড, অসনীয় নির্যাতন , সশস্ত্র সংঘাতের মত সহিংসতা যার চরম ভয়াবহতা সাধারন মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে।

দাবিত্যাগঃ এটিসাধারণ তথ্যপ্রদানের জন্যএবং আইনিপরামর্শ নয়।অন্যান্য আইনএবং কার্যপদ্ধতি আপনারজন্য প্রযোজ্যহতে পারেতাই স্বতন্ত্রআইনি পরামর্শগ্রহন করাআবশ্যক।

৩ আপনার দেশের কর্তৃপক্ষ আপনাকে সুরক্ষা দিতে পারবে না

আশ্রয়প্রার্থী স্টাটাস পেতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই দেখাতে হবে যে আপনার দেশের কর্তৃপক্ষ আপনাকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না।

আপনি যদি আপনার দেশে কর্তৃপক্ষ/শাসকগোষ্ঠীকে ভয় পেয়ে থাকেন তবে এটা পরিস্কার যে আপনার দেশের কর্তৃপক্ষ/শাসকগোষ্ঠী আপনাকে নিরাপত্তা দিতে পারবেনা।

কিন্তু তবুও আপনাকে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হবে। আপনি যদি অন্য কারো থেকে ক্ষতির ভয়ে থাকেন তাহলে আশ্রয়প্রার্থনার সাক্ষাৎকারের সময় আপনাকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে কেন আপনি দেশের কর্তৃপক্ষের থেকে নিরাপত্তা পাননি, যেমন পুলিশ। বিষয়টি যদি এমন হয় যে কর্তৃপক্ষের কাছে সুরক্ষা চাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয় অথবা বাস্তব সম্মত নয়, তবে এর কারন আপনাকে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে।

যুক্তি হল - কেনআপনাকে আপনার দেশত্যাগ করতে হলএবং এখানে এসেএসাইলাম বা আশ্রয় প্রার্থনা করতে হলযেখানে আপনার নিজঘরে, নিজ দেশেরকর্তৃপক্ষের কাছে নিরাপত্তাপাওয়া সম্ভব ছিল?

দাবিত্যাগঃ এটিসাধারণ তথ্যপ্রদানের জন্যএবং আইনিপরামর্শ নয়।অন্যান্য আইনএবং কার্যপদ্ধতি আপনারজন্য প্রযোজ্যহতে পারেতাই স্বতন্ত্রআইনি পরামর্শগ্রহন করাআবশ্যক।

৪ আপনি আপনার দেশের অন্য কোথাও যেতে পারছেন না

রিফিউজি বা আশ্রয়প্রার্থী স্টাটাস বা মর্যাদা পেতে চাইলে আপনাকে দেখাতে হবে আপনার দেশের কোথাও আপনার জন্য নিরাপদ নয়। আশ্রয় প্রার্থনার জন্য সাক্ষাৎকারের সময় আপনাকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে যে এই নিপীড়নের ভয় থেকে পলায়নের জন্য কেন আপনি আপনার দেশের ভিন্ন অঞ্চলে যেতে পারেননি ।

আপনি যদি কর্তৃপক্ষ/ শাসকগোষ্ঠীকে ভয় পেয়ে থাকেন এবং তারা সারা দেশেই ক্ষমতায় রয়েছে তাহলে এটা পরিস্কার বোঝা যায় যে আপনি দেশের কোথাও নিরাপদ নয়। যাইহোক আপনাকে এগুলো ব্যাখ্যা করতে হবে।

আপনি চাইলে দেশের অন্য কোন অঞ্চলে স্থানান্তরিত হতে পারেন কিন্তু সেখানে গেলেও আপনি গুরুতর ঝুকি অথবা সমস্যার মুখোমুখি হবেন, আপনার এও ব্যাখ্যা করা উচিত হবে। আপনাকে আপনার জন্মস্থানের বাইরে যেয়ে নতুন জীবন শুরু করা যুক্তিসংগত কিনা সেটা নির্ভর করবে আপনার ব্যক্তিগত পরিস্থিতির উপর।

উদাহরনস্বরূপ , আপনি যদি যথেষ্ট শিক্ষিত, অবিবাহিত, শারিরিক ভাবে সুস্থ মানুষ হন পাশাপাশি আপনার পারিবারিক শক্ত নেটওয়ার্ক থেকে থাকে - তবে হয়ত এটা পরামর্শ দেওয়া হবে যে আপনি আপনার দেশের অন্য কোন অঞ্চলে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করুন। যদি আপনি অবিবাহিত / স্বামিহীন মা হয়ে থাকেন যার শারিরিক সমস্যা রয়েছে যিনি অশিক্ষিত অথবা পারিবারিক সহযোগিতাহীন, তবেহয়ত এটি আপনার জন্য যুক্তিসংগত পরামর্শ হবে না যে আপনি আপনার দেশের অন্য কোন অঞ্চলে যেয়ে নতুন জীবন শুরু করুন।

যুক্তি হল - আপনিযদি আপনার দেশেরঅন্য কোন অঞ্চলেগিয়ে নিরাপদ ভাবেবেচে থাকতে পারেনতবে কেন নিজদেশ ত্যাগ করেএই দেশে এসেএসাইলাম দাবি করবেন?

দাবিত্যাগঃ এটিসাধারণ তথ্যপ্রদানের জন্যএবং আইনিপরামর্শ নয়।অন্যান্য আইনএবং কার্যপদ্ধতি আপনারজন্য প্রযোজ্যহতে পারেতাই স্বতন্ত্রআইনি পরামর্শগ্রহন করাআবশ্যক।

আপনার আশ্রয়প্রার্থনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত

নেতিবাচক সিদ্ধান্ত

আপনার এসাইলাম বা আশ্রয়প্রার্থনা যদি প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে আপনার আপীল করার অধিকার আছে। সেখানে সময়সীমা থাকবে তাই গুরুত্বপূর্ণ হল যত দ্রুত সম্ভব আইনি পরামর্শ গ্রহন করা।

ইতিবাচক সিদ্ধান্ত

আপনাকে যদি রিফিউজী বা আশ্রয়প্রার্থী স্ট্যাটাস প্রদান করা হয় এর অর্থ হচ্ছে আপনার এসাইলাম বা আশ্রয়প্রার্থনার পক্ষে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং আপনাকে সেই দেশে থাকার অনুমতি দেয়া হবে যেখানে আপনি এসাইলাম/আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন এবং একটি রেসিডেন্স পার্মিট বা বসবাসের অনুমতি পাবেন - সাধারনত নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য এবং যা সম্ভবত নবায়ন করার প্রয়োজন হবে।

প্রত্যেকটা দেশই আলাদা তাই যদি সম্ভব হয় তবে স্বতন্ত্রভাবেআইনিপরামর্শগ্রহনকরাগুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য শুভ কামনা রইল।

দাবিত্যাগঃ এটিসাধারণ তথ্যপ্রদানের জন্যএবং আইনিপরামর্শ নয়।অন্যান্য আইনএবং কার্যপদ্ধতি আপনারজন্য প্রযোজ্যহতে পারেতাই স্বতন্ত্রআইনি পরামর্শগ্রহন করাআবশ্যক।